স্বনির্বাচিত কবিতা

অরূপরতন ঘোষ

প্রজাতান্ত্রিক কবিতা. ১৩. প্রকল্প

পুনর্বার নম্রতা শিখি জলজ উদ্ভিদের কাছ থেকে
যাদের দূরত্বে রেখে তুমি একবার, দুইবার
আশেপাশে যাও আর ফিরে আসো
চমৎকার ডুবোজাহাজের মতো
শীতের দুপুরে...

খুলে দাও কলমিলতার গিঁট, রোদে রাখো
আগামী কয়েকমাসে শুকিয়ে উঠবে তারা
হবে বিবর্ণ, কথাহীন
দাশগুপ্ত বাড়ির মেজো মেয়েটির মতো

ততদিন সাক্ষরতা নিয়ে ভাবা ভালো
এমনকী পৌরসভার চেহারা আগামীতে
কী হতে চলেছে এ' বাবদও দু' একটি
ছোটোখাটো মিটিং করে নেওয়া যেতে পারে ইত্যবসরে!

প্রজাতান্ত্রিক কবিতা. ১৭. পূর্বাভাস

কী এক বিভ্রাট ঘিরে রেখেছে জেরবার জামা
নায়িকাহীন মেলার সৌন্দর্যে
ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে
এখন নিঃশব্দে হাঁটো,
দেখে নাও সন্ধের মুখে কীভাবে
শান্ত হতে হতে থেমে গেল
জনহীন নাগরদোলনা, হারাল পকেট ডাইরি
কালো আকাশের নীচে—

সতর্কতা ছিল, তাই রাতের দিকে
দুর্যোগের চিহ্নগুলো মুছে ফেলি
ঘরের ভিতর থেকে...

ঝাড়ু হাতে আমার শীর্ণ ছায়া
ওই দেওয়ালে পড়েছে—

এদিকে রকি আইল্যান্ডের প্রিয়াঙ্কাও ফোন করছে
জিজ্ঞেস করছে,
ছ' টা বাইশের শান্তিপুর লোকালে কেন
আমি আজ বাড়ি ফিরিনি...

প্রজাতান্ত্রিক কবিতা. ১৯. ঘূর্ণি

আজ শনিবার।
জঙ্গল এলাকার ছেলে কানুর ধরা পড়ার দিন—

অতি নিষ্ক্রিয়তার থেকে যেন জেগে উঠছে আবার
প্রফুল্ল কেবিনের দ্বিসাপ্তাহিক সান্ধ্য আড্ডা

তুমি দেখেছ নির্বাসন থেকে
ঝুটা কবিতার বাইরে কিছু মর্মতন্তু বিঁধে আছে
ভেবে নিচ্ছ আরেকবার বসন্তগাথার ওঠানামা আর
কিছু আধা বিশৃঙ্খলার কথা...

প্রজাতান্ত্রিক কবিতা. ২১. শতাব্দী

কবিতা লেখার সময় গ্লাসে মাথা ঠেকে যায়
কী অদ্ভুত সেই অনুভূতি!
একে একে (ভটচায্ সহ) কর্কটরেখা পার করে গেছে
বন্ধুরা সবাই — এই ভেবে খানিক আশ্বস্ত থাকি

আর ভাবি, এই তারা ডাক দেবে
জলের ভিতর থেকে...
আমি তো সেতুর উপরে, কখন যে মেঘ আসে
সেই হেতু দাঁড়িয়ে রয়েছি বহুক্ষণ—
দুপুর গড়িয়ে গেছে
চারটে কি বাজেনি এখনো?

প্রজাতান্ত্রিক কবিতা. ২৫. ভালোবাসা

স্টেশনের নির্জন রং ঢেকে দিয়ে গেছে চরাচর
শক্তি, শক্তি বলে ডেকে উঠছে যে তরুণ যাত্রীটি
তারও পায়ের ভাঁজে লুকানো রয়েছে এক ধারালো অস্ত্র —

আমাদের বিবিধ আলাপচারিতা, কাঠের চেয়ার
কত সাধারণ ফুলের গন্ধ, পাখির কুহক ডাক
একে একে মিশে যাচ্ছে করমর্দনের সাথে

বোঝাও যাচ্ছে না কে কাকে ভালোবেসেছিল...
শুধু তোমরা আসবে তাই
অগ্রন্থিত কবিতায়
উঁচু নিচু রেখা কিছু থেকে যাচ্ছে
কুসুমের পথে...

=X=X=X=